দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 27/6/80 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

005

08 049

কুষ্টিয়ায় সাক্ষরতা অভিযান ব্যাহতঃ বহু নৈশ বিদ্যালয় বন্ধের পথে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কুষ্টিয়া, ২৫শে জুন।—আলোর অভাবে কুষ্টিয়ায় দ্বিতীয় বিপ্লবের গণশিক্ষা অভিযানকে সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে চালু করা নৈশ বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

সাক্ষরতা অভিযানকে বাস্তবায়নের জন্য জেলায় এক হাজার ৬৭৩টি গ্রামের মধ্যে এক হাজার ৫১১টি গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় চালু করা হয়।

এই নৈশ বিদ্যালয়গুলো উদ্বোধনের অল্পদিনের মধ্যে বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয় আলো, আর্থিক সুবিধা ও উদ্যোগী ব্যক্তিদের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই কর্মসূচীর অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক তাঁদের নিয়মিত চাকরীস্থলের দায়িত্ব পালনের পর দৈনিক ২/৩ মাইল দূরে নৈশ বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত কর্তব্যে যোগদানের জন্য অনীহা প্রকাশ করেন বলে জানা গেছে।

জেলার শতকরা ৭০ ভাগ নৈশ বিদ্যালয়ে বিজলী বাতির ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া বাকী ৩০ ভাগ বিজলী বাতির সুবিধাপ্রাপ্ত নৈশ বিদ্যালয়গুলো বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার নিয়মিত ব্যর্থতা ও লোড শেডিং-এর আওতায় পড়ার জন্য নির্ধারিত সময়ে প্রায়ই অন্ধকার থাকে। কাজেই জেলার সব চালু নৈশবিদ্যালয়কেই হ্যারিকেন ও কেরাসিন তেলের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু নৈশ বিদ্যালয়গুলোর হ্যারিকেন ও প্রয়োজনীয় কেরাসিন তেল কেনার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়নি।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের নিজ নিজ এলাকার নৈশ বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় হ্যারিকেন ও কেরাসিন তেল সরবরাহের জন্যে তাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল না এ খাতে ব্যয়ের কোন থাকার অজুহাতে তাঁরা নিজেদের এলাকার নৈশবিদ্যালয়গুলোতে কোন আলোর ব্যবস্থা করেননি। নিয়মিত আলোর ব্যবস্থার জন্য সরকারের অর্থ মঞ্জুরীর অভাবে বা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের এ ব্যয়ভার বহনের অনিচ্ছায় জেলার প্রায় সব নৈশ বিদ্যালয় বন্ধ হবার আশংকা দেখা দিয়েছে।